DECLARATION

I, ***Rebati Biswas****, bearing Registration Number Ph.D/1528/11 dated 19.09.2011, hereby declare that the subject matter of this thesis entitled "বাংলা ছোটগল্পের অপর ভুবন ও রণবীর পুরকায়স্থের কথনবিশ্ব" (****The Other World of Bengali Short Stories and the Narrative Works of Ranabir Purkayastha)*** *is the record of work done by me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University / Institute.*

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

(Rebati Biswas)
Research Scholar
Deptt. of Bengali
Assam University, Silchar-11

Date :
Place : Silchar

অধ্যায় বিভাজন

	পৃষ্ঠা
❖ **নিবেদন**	১
❖ **ভূমিকা**	৩
❖ **প্রথম অধ্যায়** সাহিত্যের অপর ভুবন : প্রশ্ন ও বিতর্ক	৭
❖ **দ্বিতীয় অধ্যায়** বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্প চর্চার অর্ধশতক : আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ	২৩
❖ **তৃতীয় অধ্যায়** সমকালীন প্রেক্ষিতে রণবীর পুরকায়স্থের ছোটগল্প	৪২
❖ **চতুর্থ অধ্যায়** গল্পকারের 'কথা' ভুবন : লোকায়ত কথা যাত্রার বিনির্মাণ	৭৭
❖ **পঞ্চম অধ্যায়** 'বোকা কাশীরাম কথা' থেকে 'শিকড়ের সন্ধানে' : গল্পকথার সাজ	১০২
❖ **ষষ্ঠ অধ্যায়** বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তরাধিকার ও রণবীর পুরকায়স্থের গল্পবিশ্ব	১২৩
❖ **উপসংহার**	১৬৩
❖ **সংযোজন**	১৬৯
❖ **গ্রন্থপঞ্জি**	১৭৩

নিবেদন

বাংলা ছোটগল্প চর্চার বিষয় আমাকে গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠকালে আমার হাতে এসেছিল বরাক উপত্যকার লেখকের বাংলা ছোটগল্প। তখন আমি পড়ে মুগ্ধ হই। আমি গবেষণার কাজে একজনকে বেছে নিয়েছি। যিনি বরাক উপত্যকা অঞ্চলের উজ্জ্বল কথাকার রণবীর পুরকায়স্থ। আমার গবেষণার বিষয় হল 'বাংলা ছোটগল্পের অপর ভুবন ও রণবীর পুরকায়স্থের কথনবিশ্ব'। আমার এই গবেষণার বিষয়টি শুনে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন পশ্চিমবঙ্গের এত লেখক বাদ দিয়ে শিলচরের লেখককে নিয়ে গবেষণা করছি। আমার এই উদ্দীপনাকে সুসংহত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিক্ নির্দেশ দিয়েছেন আমার গবেষণা সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাহুল দাস মহাশয়। তিনি নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিটি ব্যাপারেই তিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে প্রতিমুহূর্তে উজ্জীবিত করেছে। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ। তারই তত্ত্বাবধানে ও স্নেহসুলভ অনুশাসনে আমার গবেষণার কাজটি সম্পন্ন হলো।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁদের সর্বময় সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা কর্ম কিছুতেই সম্পন্ন করা যেত না। আলাদা ভাবে বলতে হয়, অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা রমা ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপিকা বেলা দাসের কাছে আমার ঋণ কখনো ফুরোবার নয়। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আমার গবেষণার কাজের জন্য যাঁরা আমাকে তথ্য ও প্রেরণা দিয়েছেন

তাঁরা হলেন বন্ধু হেমেন্দ্র বিশ্বাস ও মধুসূদন অধিকারী তাদেরকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা। আমার এই গবেষণার সূচনা বিন্দু থেকে যারা উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে ভাই আমৃতলাল বিশ্বাস, বোন সুনীতা বিশ্বাস ও বোন জামাই ভরত দাস তাদের কাছে রইল আমার স্নেহ ও ভালোবাসা।

প্রতিক্ষণে আমার গবেষণার কর্মে আমাকে শক্তি যুগিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, এগিয়ে যেতে সাহস দিয়েছেন তাঁরা হলেন আমার বাবা মাখন বিশ্বাস ও মা নিশা বিশ্বাস। তাঁদেরকে আমার প্রণাম।

অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম উচ্চবিদ্যালয়ের (তুফানগঞ্জ) সহকর্মী উজ্জ্বল সরকার, বিপ্লব কুমার দত্ত, উত্তম সরকার, করণিক সুশান্ত সরকার ও প্রধান শিক্ষক অমরেন্দ্র বসাক মহাশয় তাদের নানা জিজ্ঞাসা আমার গবেষণার কাজের গতি দান করেছে। নামোল্লেখ না করলেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীদের। গবেষণা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছে দাদা চিত্তরঞ্জন বর্মন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক মেওয়ালাল গোয়ালা মহাশয়কে।

সবশেষে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শিলচর কোয়ালিটি গ্রাফিক্স এর পিনাকী দাস ও প্রেসের অন্যান্য কর্মীদের যাদের পরিশ্রম ছাড়া গবেষণা কর্ম সম্পাদনা করা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না।

বিনীত

রেবতী বিশ্বাস

গবেষক

ভূমিকা

বাংলা কথাসাহিত্যে এমন অনেক লেখক আছে যাঁরা গোপনে গোপনে অনেক গল্প ও উপন্যাস নিয়ে লেখালেখি করেছেন। তারা নিজের মনের যন্ত্রণার কথা ছোটগল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রণবীর পুরকায়স্থ। তিনি বর্তমান কালের একজন স্বতন্ত্র লেখক। তার ছোট গল্পে উঠে এসেছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কথা। পুঁজিবাদি সমাজে এই ধরনের লেখকদের কথা নিয়ে কেউ ভাবছেন না। তাই এই লেখকের গল্পের মধ্যে এক নতুন দিককে তুলে ধরতে চেয়েছি। তাঁর ছোটগল্পে ভাষা কৌশল ও নানা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

বরাক উপত্যকার বাঙালির জীবন, বাংলাদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক আলাদা। সেখানে মানুষের জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, আচার-আচরণ, প্রেম-ভালোবাসা-ক্রোধ, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য প্রভৃতি লেখক রণবীর পুরকায়স্থ তুলে ধরেছেন তার গল্পে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সাহিত্য চর্চা এনে দেয় এক নতুন মাত্রা। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন হল 'বোকা কাশীরাম কথা' (২০০১), দ্বিতীয় গল্প সংকলন হল 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' (২০১১), তৃতীয় গল্প সংকলন 'আসমান জমিন কথা' (২০১১), চতুর্থ গল্প সংকলন 'শিকড়ের সন্ধানে' (২০১১), পঞ্চম গল্প সংকলন 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা' (২০১৩) এছাড়াও তিনি একটি উপন্যাস রচনা করেছেন 'সুরমা গাঙর পানি' (২০১১)।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সাবেক কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লালখিরা গ্রামে। শৈশব কালে কিছুদিন কাটিয়েছেন চা বাগানে, আর কিছু দিন লোয়াইরপুয়া

গ্রামে, তারপর কাটিয়েছেন শিলচর শহরে। বর্তমানে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা।

তাঁর শৈশব ও যৌবন বয়স কাটিয়েছেন শিলচরে। তিনি ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন, সেই সূত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। আবার সেই সূত্রে অনেক জন-জাতির সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। ১৯৮৯ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ী বসবাস করেন। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের মধ্যে যে কথা-রহস্যের ছায়া রয়েছে তারই ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে উঠে এসেছে বরাক উপত্যকার জল, হাওয়া, পাহাড়, চা-বাগান, টিলা, ঝরনার কথা। তিনি বর্তমানে কলকাতা মহানগরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও তাঁর শৈশব ও যৌবনের স্মৃতি পড়ে আছে মাতৃসম বরাক উপত্যকায়।

বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে রণবীর পুরকায়স্থ একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। তাঁর গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে নানা বৈচিত্র্য। তিনি মহানাগরিক বাসিন্দা হওয়ায় তাঁর গল্পবীক্ষা জুড়ে রয়েছে অজস্র দ্বিবাচনিকতা ও সমান্তরালতার অনুভূতি। কথাকার রণবীর পুরকায়স্থের গল্প লেখা শুরু হয়েছিল ষাটের দশকের শেষের দিকে। তাঁর প্রথম গল্প 'মিনির হাসি' প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে 'শতক্রতু' পত্রিকায়। এক এক করে তাঁর ছোটগল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর ছোটগল্প যেসব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে— শতক্রতু, প্রমা, অমৃতলোক, কুঠার, সাহিত্য, অনুষ্টুপ, মুখাবয়ব, আরম্ভ, পরম্পরা, সম্ভার, ঐক্য, মুখাবয়ব, ইত্যাদি। এছাড়াও আর কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

কথাকার রণবীর পুরকায়স্থের সাহিত্যকীর্তি প্রতিফলিত হয়েছে নিখুঁত ভাবে। তিনি যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন তারই প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটেছে। তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে প্রকৃতি, প্রেম-ভালোবাসা, দুঃখ-হতাশা-বিষাদ তেমনি আছে রাজনীতির বিষয়ও। ধর্ম, আত্মজিজ্ঞাসা,

দ্রুত পাল্টে যাওয়া বিশ্ব, আদর্শের গুরুত্ব কমে যাওয়া এই সব বিষয়ও তাঁর গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে।

বরাক উপত্যকার ছোটগল্প আজ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই থেকে নেই, আজ বৃহত্তর বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। লেখকের এই রহস্য নিহিত হয়েছে তাঁর নিরন্তর অনুসন্ধান, নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে।

বরাক উপত্যকার গল্প চর্চা বহুদিন থেকে চলে আসছে। গল্প চর্চা মূলত লিটল ম্যাগাজিনের উপর নির্ভরশীল বলে পাঠকের কাছে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছায়নি। বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প চর্চার এক বিশাল ইতিহাস রয়েছে। বরাক উপত্যকায় ছোটগল্প চর্চা হওয়ার আগে কবিতা চর্চা হতো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। বরাক উপত্যকায় বিশিষ্ট গল্পকার হলেন— বদরুজ্জমান চৌধুরী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, শেখর দাশ, অরিজিৎ চৌধুরী, স্বপ্না ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, ঝুমুর পাণ্ডে, বিজয়া দেব, অমিতাভ দেব চৌধুরী, সুভাষ কর্মকার।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল রণবীর পুরকায়স্থের গল্পবিশ্ব। লেখক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, তাঁর গল্পের প্লট শহর ও গ্রামের কাহিনি নির্মাণে বিশাল বৈচিত্র্য এঁকেছেন। তিনি মান্য চলিত ভাষার সঙ্গে বরাক উপত্যকার উপভাষাও প্রয়োগ করেছেন বাংলা ছোটগল্পে। তিনি আসলে একেবারে বরাক উপত্যকার সাধারণ জনমানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছাবার জন্যই বরাক অঞ্চলের উপভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে আঞ্চলিক উপভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থ নিজের নিজস্বতার জন্য তাঁর লেখা ছোটগল্প পাঠকের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

বাংলা ছোটগল্পের বয়ান এখন অনেক ধরনের। কিন্তু আগে ছোটগল্পের যে ধারণা ছিল তা দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। তাই গল্পের ভিতরের ও বাইরের

বিষয় নানা ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই গল্প লেখক ছোটগল্পের মধ্যে সমাজের অবক্ষয় ও অবসান সম্পর্কে লেখকের যে ক্ষোভ ও যন্ত্রণা ঘটে তার প্রকাশ ঘটান লেখার মধ্যে। মহাশ্বেতা দেবী, হাসান আজিজুল হক, সাধন চট্টোপাধ্যায় — এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের শ্লেষ, বিষাদ ও যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন ছোটগল্পে। কিন্তু বরাক উপত্যকার অন্যতম কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থও এই মনোভাব থেকে বাদ যায়নি। ছোটগল্পের সময় বোধ কীভাবে আসবে তার কোন বাধা ধরা নিয়মের মধ্যে থাকে না। আর এই সময়বোধ নির্দিষ্ট বাধা ধরা না থাকাতেই ছোটগল্পের ভাষা বার বার পাল্টে যাচ্ছে। আসলে গল্পকারে দ্রষ্টা চক্ষুতে যা ফুটে উঠে তা আসলে আমাদেরই জীবনের ছবি পুনরায় ভাবে ফুটে উঠে। আসলে লেখকের বয়ান থেকে আমরা সময়ের দর্পণে নিজেরই ছবি দেখি। তখন আমরা নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা করি।